দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

গভীর উদ্বেগজনক খবর এসেছে ময়মনসিংহস্থ দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ২৪ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন একযোগে। ক্যাম্পাসে চলছে ছাত্রদের মিছিল আর বোমাবাজি। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সপ্তাহ খানেক ধরে সেখানে চলছে ব্যাপক উচ্ছৃংখল কার্যকলাপ। গত ৯ জুন কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কমন না পড়ায় খাতাপত্র নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে যায় তারা। শিক্ষকরা তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শিক্ষকদের এক ঘন্টা তালাবদ্ধ করে রাখে। একজন শিক্ষকের কক্ষে একটি বোমাও বিস্ফোরিত হয় এ সময়। নতুন প্রশ্নপত্র করে নতুন করে পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং চাকরি প্রদানের ব্যাপারে একটি ডাইরেকটরেট গঠনের দাবী জানাতে থাকে ছাত্ররা। এরপর ক্যাম্পাসে তাদের দাবীর সমর্থনে মিছিল করতে থাকে প্রতিদিন, বিস্ফোরিত হতে থাকে হাত বোমা। ১৫ জুন কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের শিক্ষকগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠক চলাকালে ঐ অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাদের ঘেরাও করে রাখে, তাদের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে, ঘেরাও শিক্ষকদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক পরিষদ ব্যর্থ হন যোগাযোগ স্থাপনে। ছাত্রদের এ অসৌজন্যমূলক আচরণ ও শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার্থে ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য ঐ অনুষদের ২৪ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন একযোগে। আমরা এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। উদ্বিগ্ন শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার ক্রম সম্প্রসারণে, শিক্ষার শান্ত-স্নিগ্ধ-পবিত্র পরিবেশ অন্তর্হিত হওয়ায়। ছাত্র-শিক্ষকের চিরমধুর সম্পর্ক নির্মূল হওয়ার আশঙ্কায় আমাদের শিক্ষাঙ্গনে যে মারাত্মক ক্যান্সার সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে অতি দ্রুতগতিতে সর্বাঙ্গে তার সংক্রমণ ঘটছে, ক্ষয় ও পচন চলছে তাতে কেউ শঙ্কিত না হয়ে পারে না।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনা যতই উদ্বেগজনক, দুঃখজনক বা আশঙ্কার হোক না কেন, এ ঘটনা নতুন কিছু নয়, বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপারও নয়। দেশের সার্বিক শিক্ষাঙ্গনের হতাশা, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও দুরবস্থারই এ এক ভগ্নাংশ মাত্র। কে এর জন্য দায়ী, কাদের উস্কানিতে এমন হচ্ছে, কাদের অবহেলায় অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে সে কথাও আমরা বলতে চাই না। সরকার, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-শিক্ষক বা বিশেষ কোন মহলের কাছেও আমাদের আজকের নিবেদন নয়, আমাদের আজকের নিবেদন দল-মত নির্বিশেষে সবার কাছে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে— আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, চারদিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, দয়া করে এবার সচেতন হোন, এই পচন রোধ করুন। অন্তত এই একটি ব্যাপারে সব মতপার্থক্য, দলাদলি, রাজনীতি পরিহার করে শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত হতে উদ্ধার করুন, সভ্যতার এই সূর্যালোকিত দিন থেকে পশুত্বের, বর্বরতার, বন্যতার দিকে পশ্চাতগমন থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান।

শিক্ষার সর্বোচ্চ অংগনে অস্ত্রের ঝনৎকার, চর দখলের মত হল দখলের লড়াই, ছাত্রদের এলাকা দিয়ে দিন-দুপুরেও জান-মাল-ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসতে না পারার আতঙ্ক, অটো-প্রমোশন, অটো-সার্টিফিকেট—ইত্যাদির পরেও ছাত্র-শিক্ষকের একটি মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়েও শিক্ষকগণ এই মধুর সম্পর্কের আকর্ষণে শিক্ষাঙ্গন আঁকড়ে থেকেছেন। আজকের শিক্ষাঙ্গনের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, অনেক কারণই সক্রিয়। দায়ী অনেক কিছুই। হঠাৎ করে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি আর এক মুহূর্তে এর অবসানও সম্ভব নয়। তবে অবস্থার উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে সদিচ্ছা। কারুর একার সদিচ্ছা নয়, ছাত্র-শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, জনগণ—সকলের সদিচ্ছা প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই সদিচ্ছা বাস্তবায়নের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলছে এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা জাতি। দেশ ও জাতির সার্বিক স্বার্থেই আজ শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে পবিত্রতা ফিরিয়ে আনা দরকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার।